বিগত সরকারের পতনের অন্যতম কারণ দুর্নীতি

দুর্নীতির উৎস হচ্ছে এক ধরনের রাজনীতিদের দ্বারা। তাদের হাতেই লালিত হয় দুর্নীতিবাজদের অনেকে। বিগত সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল দুর্নীতি। এজন্য সচেতন থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন দুদকের চেয়ারম্যান আবদুল মোমেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে মনোনয়ন বাণিজ্যসহ অবৈধ টাকার লেনদেন বেড়ে যায়। এজন্য এখনই সতর্ক থাকতে হবে। সঠিক লোকটিকে নির্বাচন করতে হবে। গতকাল সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গার ডিসি সাহিত্য মঞ্চে দুদকের গণশুনানি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

চেয়ারম্যান আবদুল মোমেন আরও বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, তার পরিবারের সদস্যরা এবং সাবেক এমপি-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার সফল পরিণতির দিকে আমরা যেতে পারবো। দুর্নীতির মামলায় অনেক আসামী দেশীয় সীমান্তের মধ্যে নেই। তারা কিভাবে কোনো উপায়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে তা সকলেই জানে। এমনও তো হতে পারে যে তারা এই চুয়াডাঙ্গা সীমান্তই পাড়ি দিয়েছে। ফলে কে কোন দেশে অবস্থান নিয়েছে তা আমাদেরও অজানা না।

এসময় গণশুনানিতে চুয়াডাঙ্গার ২৬টি দপ্তরের বিরুদ্ধে ৯৫টি অভিযোগ শুনানি হয়। এর মধ্যে ৩৩টি অভিযোগ তাৎক্ষণিক শুনানিতে নিষ্পত্তি হয়। ৭টি খারিজ হয় এবং বাকি অভিযোগগুলো সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

গণশুনানিতে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন, দুদকের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী, মহা-পরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জালাল আহমেদ ও চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) জামাল আল নাসের।

[redacted]

[redacted]

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে ২৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলার কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী,১ জন শিশু রয়েছেন।

তারা জেলা- যশোর বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন, (৩০) যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা খাতুন (৩৩),ৎঝিনাইদা সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২),

যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকা মোহাম্মদপুর সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় সনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় ৩১ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অভিযান চালিয়ে মুন্সিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যর ১ টি স্বর্ণের বারসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে।

জানা যায়, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় মুন্সিপুর সীমান্তের কুতুবপুর পাকা রাস্তার উপর। এসময় মুন্সিপুর ক্যাম্পের সুবেদার হাবিবুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি’র ৯৩/৩-আর হতে আনুমানিক ১২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুতুবপুর পাকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে।

পরে বিজিবি একটি মোটরসাইকেলযোগে ১ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যেতে দেখতে পায়। এসময় তার গতিরোধ করে বিজিবি টহল দল ধাওয়া করে

তাকে আটক করে। পরে বিজিবি দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে হাসেম বিশ্বাসকে (৪৮),আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশী করে অভিনব কায়দায় লুঙ্গির কোচের লুকায়িত অবস্থায় সাদা স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত প্যাকেট হতে ১ টি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয় যার ওজন ১৪০.৫৩ গ্রাম। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত ০১টি মোবাইল ফোন ও ০১টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গতকালই তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সুবেদার হাবিবুর রহমান বাদি হয়ে আসামীকে হস্তান্তর করেছে। এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় যুব সবুজ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগরে যুব সবুজ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টার ও জীবননগর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় Youth Green Entrepreneurship Development Project চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ সদর এবং মেহেরপুর সদর উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে এই প্রশিক্ষণটি। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো ৫১০ জন যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবুজ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে তারা পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে

জানা গেছে, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সদর উপজেলার ৩০

জন যুব ২২ জন নারী ও ৮ জন পুরুষ এবং জীবননগর উপজেলায় ৩০ জন যুব ১৩ জন নারী এবং ১৭ পুরুষ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, যুব উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন এই প্রশিক্ষণে।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষনার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সবুজ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণ ও প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রেখে পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার কৌশল, এর গুরত্ব সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এতে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যাশা করেন যে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নে অবশ্যই সবুজ বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাবকে বিবেচনা, টেকসহিতা, নিরাপদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষ; ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৫ জনকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালী গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক আটটার দিকে খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত ভাদু বিশ্বাসের ছেলে বজলুর রহমান দোপের মাঠে তার জমিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান তার চাচাতো ভাইয়েরা জমি দখল করে ভুট্টা রোপণ করছেন। বজলুর রহমান এতে বাধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। সংবাদ পেয়ে বজলুর রহমানের ভাই শাহাজান, ছেলে রকিবুল ইসলাম ও তরিকুল ইসলাম এবং রকিবুলের স্ত্রী তৃপ্তি খাতুন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এসময় প্রতিপক্ষরা তাদের উপরও হামলা চালায়

এবং কুপিয়ে জখম করে।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন জানান, আহত পাঁচজনের শরীরেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি চারজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত থানায় কেউ মামলা দায়ের করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় ২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার-১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার গিরিশনগর গ্রামের মৃত্য আইন জোয়াদ্দারের ছেলে বাচ্ছু মিয়া (৫৫)।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই(নিঃ) আশিকুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে গিরিশ নগর হাসেম আলীর বাড়ির সামনে থেকে ২ কেজি গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় স্পিরিট পানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে গত দু’দিনে বিষাক্ত স্পিরিট পানে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরো তিনজন দিনমজুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতদের সবাই নিম্নআয়ের পেশাজীবী কেউ ভ্যানচালক, কেউ মিল শ্রমিক, আবার কেউ মাছ ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ইউনিয়নের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় কয়েকজন মিলে স্পিরিট পান করে। এরপর একে একে ছয়জন মারা যান। গতকাল রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যুর পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নফরকান্তি গ্রামের পূর্বপাড়ার ভ্যানচালক খেদের আলী (৪০), খেজুরা গ্রামের হাসপাতালপাড়ার মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম (৪০), পিরোজখালি গ্রামের স্কুলপাড়ার ভ্যানচালক মোহাম্মদ লালটু ওরফে রিপু (৩০), শংকরচন্দ্র গ্রামের মাঝেরপাড়ার শ্রমিক মোহাম্মদ শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের টাওয়ারপাড়ার মিল শ্রমিক মোহাম্মদ সামির (৫৫) এবং ডিঙ্গেদহ এশিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরি পাড়ার শ্রমিক সরদার মোহাম্মদ লালটু (৫২)।

এ ছাড়া একই এলাকার দিনমজুর আলিম উদ্দিন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাজারে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি চলছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, অ্যালকোহলিক পয়জনিংয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশি তদন্ত চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন, রবিবার ৫টার দিকে পরিবারের সদস্যরা লান্টু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন।

তারা জানান, তিনি দুদিন আগে স্পিরিট পান করেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা ৩২ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দর্শনায় বি.এ.ডি.সি সার ডিলারকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় সার বিক্রিতে অনিয়ম ও মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অপরাধে বি.সি.আই.সি ও বি.এ.ডি.সি অনুমোদিত সার ডিলার মেসার্স নজরুল ইসলামকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. এম. তাশফিকুর রহমান। অভিযানে সহায়তা করেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল যে দর্শনা পুরাতন বাজারের মেসার্স নজরুল ইসলাম কৃষকদের কাছে বাংলা টিএসপি সার বিক্রি না করে মজুদ করে রাখছেন। অভিযানে এ অভিযোগের প্রমাণ না মিললেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে কৃষকদের নামে বরাদ্দ দেখিয়ে খুচরা দোকানে সার সরবরাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রিরও প্রমাণ মেলে।

এছাড়া, একই ব্যক্তির মালিকানাধীন আরেকটি প্রতিষ্ঠান সোহেল ট্রেডার্সে (মালিক সাইফুল ইসলাম) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানে সার বিক্রিতে অনিয়মের দায়ে মেসার্স নজরুল ইসলামকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. এম. তাশফিকুর রহমান বলেন, একই মালিকের দুইটি প্রতিষ্ঠানে সার বিক্রিতে অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ায় জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুরে বিজিবি ক্যাম্পের সামনে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা খান পরিবহন নামে একটি যাত্রীবাহী বাস চুয়াডাঙ্গা পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহগামী একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মোটরসাইকেল ও একটি ইজিবাইককে চাপা দিয়ে সরাসরি বিজিবি হাসপাতালের প্রাচীরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামের হাজী পাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে মাহফুজুর রহমান। দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত তুহিনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বরিশাল থেকে আসা বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহফুজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার লাইব্রেরিয়ান মাসুদুর রহমানের ছোট ভাই এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের ল্যাব সহকারী মুস্তাফিজুর রহমানের ছোট ভাই।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করে। তবে বাসচালক ও তার সহকারী দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়।পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা

হচ্ছে বাসটির ব্রেকফেল হওয়ার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

নিহত দুই পরিবারের খোঁজ নিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি বাবু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে নিহত ২ পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও বিজিএমই এর সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের নিহত মিলটা ও হামজার বাড়িতে যেয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জিল্লুর রহমানসহ স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ যে, গত ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে যায় দুই ভাই মিন্টা ও হামজা। এসময় প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই ভায়ের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে দুই ভাই গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌছানোর পূর্বে হামজা আলীর মৃত্যু হয় ও আধাঘন্টা চিকিৎসাধীন থেকে মিন্টা মিয়ার মৃত্যু হয়।